দামুড়হুদায় বৃষ্টি প্রার্থনায় ইস্তিসকারের নামাজ আদায়

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে তীব্র তাপদাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনায় ইস্তিসকার নামাজ আদায় করেছেন সকল বয়সের ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা।

আজ শনিবার বেলা ১০ টার সময় উপজেলা সদরের শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে খোলা আকাশের নিচে শত শত মুসল্লিদের নামাজ আদায় শেষে মহান আল্লাহ পাকের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

ইস্তিসকার শব্দের অর্থ হচ্ছে পানির জন্য প্রার্থনা কিংবা বৃষ্টির জন্য দোয়া করা। তীব্র দাবদাহে আর অনাবৃষ্টির ফলে জনজীবন চরম বিপর্যয় হয়ে ওঠে, খাল- বিল শুকিয়ে যেতে থাকে, ফসলের মাঠ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জীবজন্তু পশুপাখির কষ্টের সীমা থাকেন না। এমন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেতে হয়, অতীতের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষামা প্রর্থনায় দু’রাকাত নফল নামাজ আদায় করে আকুতিভরা মন নিয়ে বৃষ্টির জন্য দরখাস্ত জানানোকে ইসতিসকা নামাজ বলা হয়ে থাকে।

স্থানীয় ও মুসল্লিরা জানিয়েছেন, মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে বৃষ্টির প্রার্থনায় নামাজ আদায়ের নিদিষ্ট সময় বেলা ১০ ঘটিকা থাকলেও অনেকেই বেশ আগে ভাগেই নামাজের নিদিষ্ট স্থান দামুড়হুদা উপজেলা সদরের শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের মাঠে হাজির হতে থাকে। পরে নামাজের নিদিষ্ট সময় হলে মুসল্লিরা কাতারে দাঁড়িয়ে যায় এবং নামাজের ইমাম সাহেব প্রথমে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে নামাজের নিয়মকানুন বলেন।পরে দুরাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। ইসতিসকার নামাজ শেষে উপস্থিতি মুসুুল্লিরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দুই হাত তুলে তীব্র দাবদাহের তাপপ্রবাহ, খরা থেকে রক্ষা করতে বৃষ্টির পানি চেয়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন তাঁরা।

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি দাখিল মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা মো: শফিকুল ইসলাম শফি জানান, দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে মানবজীবন, পশুপাখি, গাছপালা সকলেই কষ্টের মধ্যে রয়েছেন।ফসলের মাঠ পানি শূন্যতায় রয়েছে। সেলো মেশিনের সাহায্যে পানি দিয়েও তেমন কাজ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বৃষ্টির পানির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

দীর্ঘদিন কোন বৃষ্টি বাদল না থাকায় তীব্র দাবদাহের সৃষ্টি হচ্ছে।

নামাজ আদায় করতে আসা উপজেলার স্থানীয় কৃষক ও দিনমজুরদের সাথে কথা বললে তাঁরা জানান, দীর্ঘদিন বৃষ্টির দেখা না থাকায় তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। বিভিন্ন স্থানে কলের পানি উঠছেনা। পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। ফসলের মঠের বিভিন্ন ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির অতি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দিনমজুরের কাজ করতে জীবন শেষ হয়ে যাবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। তবুও বসে থাকার উপায় নেই। সংসার চালাতে তীব্র দাবদাহে উপেক্ষা করে কাজ করতে হচ্ছে। তাই বৃষ্টির পানির জন্য নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সবাই দোয়া করেছেন।আল্লাহর হুকুম হলে বৃষ্টির দেখা মিলবে ইনশাআল্লাহ।

নামাজে ঈমামতি করেন দামুড়হুদা উপজেলা মসজিদের ইমাম ও দারুসসালাম মাদ্রাসার মুহাতামিম মো: রুহুল আমিন। তিনি বলেন, পবিত্র কোরআন হাসিদের আলোকে যতটুকু পাওয়া গেছে, তা হলো মানুষের সৃষ্ট পাপের ফলেই মহান আল্লাহর হুকুমে এমন অনাবৃষ্টি আর তীব্র খরা দেখা দেয়।তিনি আরও বলেন, এমন অনাবৃষ্টি আর খরা দেখা দিলে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে খোলা মাঠে ইসতিসকারের নামাজ আদায় করতেন। সে আলোকে মহান সৃষ্টিকর্তার শুকরিয়া ও রহমতের জন্য তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে দুই রাকাত ইসতিসকার নামাজ আদায় করতে শতশত মানুষের আগমনে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কৃষক, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, তরুন, যুবক, কিশোর বৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ, স্থানীয় ব্যাবসায়ী সহ সকল বয়সী ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গায় একতা পরিবারের

পক্ষ থেকে তৃষ্ণার্তদের মাঝে শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ৩য় দিনের মতো ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন।

আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কাউন্সিল মোড়ে এই শরবত বিতরণ করা হয়। একতা পরিবারের পক্ষ থেকে লেবুর শরবত বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই হারুন অর রসিদ।

এসময় তিনি বলেন, প্রচুর তাপদহের কারনে মানুষের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কঠিন তাপদহের মধ্যেও জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ বাইরে বের হচ্ছে। এমন সময় সাধারণ মানুষের জন্য এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহনের জন্য একতা পরিবারকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ও বাংলাদেশ পুলিশের দামুড়হুদা মডেল থানার অন্তর্গত কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়। সেই সাথে এমন ভালো কাজ চলমান রাখবেন এমন প্রত্যাশা করি একতা পরিবারের কাছে। আমি সব সময় একতা পরিবারের সাথে আছি।

জানাগেছে বিগত টানা ৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গায়। এতো গরমে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একতা পরিবার মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে ৩য় দিনের মতো গতকাল শনিবার পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে প্রায় ১ হাজার লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করা হয়।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক আসলাম উদ্দিন বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে

গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, একতা পরিবারের সদস্য, ডেনটিস্ট সোহানুর রহমান সোহান, শোভন, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকা’র স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম মানিক, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার নাটুদাহ প্রতিনিধি রবিউল ইসলাম বাবু, হাউলী প্রতিনিধি আনারুল ইসলাম, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র জয়রামপুর প্রতিনিধি হেলাল উদ্দিন, বেনাপুল টিভি’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোঃ ইকরামুল হক প্রমূখ। শরবত তৈরী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজুল ইসলাম বুদো।

জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পানি, স্যালাইন ও শরবত বিতরণ

জীবননগরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঠান্ডা পানি, খাবার স্যালাইন ও শরবত বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের উন্মুক্ত মঞ্চের সামনে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ বিভিন্ন শ্রমজীবী, পেশাজীবী ও পথচারীদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ার স্যালাইন ও লেবুর শরবত বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক এম আর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, সাংবাদিক মাজেদুল মিল্টন, রিপন মিয়া, প্রমূখ অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সি,এ মোঃসালাউদ্দিন।

[redacted]

[redacted]

কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, একতা পরিবারের সদস্য, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহের প্রতিদিন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকা’র স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম মানিক, দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি আসহাবুল আলম, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র জয়রামপুর প্রতিনিধি হেলাল উদ্দিন, বেনাপুল টিভি’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোঃ ইকরামুল হক, ডেনটিস্ট সোহানুর রহমান সোহান, শোভন সহ, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকা’র হাউলী প্রতিনিধি আনারুল ইসলাম প্রমূখ। শরবত তৈরী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজুল ইসলাম বুদো। আজ শনিবার দিনভর কার্পাসডাঙ্গায় ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হবে।

দামুড়হুদায় একতা পরিবারের পক্ষ থেকে তৃষ্ণার্তদের মাঝে ফ্রী শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকার সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দামুড়হুদা বাসট্যান্ড কৃষি ব্যাংকের সামনে এই শরবত বিতরণ করা হয়। একতা পরিবারের পক্ষ থেকে লেবুর শরবত বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী।

এসময় তিনি বলেন, প্রচুর তাপদহের কারনে মানুষের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কঠিন তাপদহের মধ্যেও জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ বাইরে বের হচ্ছে। ঠিক সে সময় এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহনের জন্য একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়। সেই সাথে এমন ভালো কাজ চলমান রাখবেন এমন প্রত্যাশা করি একতা পরিবারের কাছে। আমি সব সময় একতা পরিবারের সাথে আছি এবং থাকবো।

জানাগেছে বিগত ২/৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। যার কারনে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একতা পরিবার মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে আজ বৃহস্পতিবার দিনভর পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে ১ হাজার ৫০০শ লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করা হয়।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক বৃদ্ধ সাজিহার আলম বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, একতা পরিবারের সদস্য, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম মানিক, দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আসহাবুল আলম, দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি মশিউর রহমান, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকার জয়রামপুর প্রতিনিধি হেলাল উদ্দিন, দৈনিক জনতার ইশতেহার পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি রাজু আহাম্মেদ সন্জু, বেনাপুল টিভি’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোঃ ইকরামুল হক, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার হাউলী প্রতিনিধি আনারুল ইসলাম প্রমূখ। শরবত তৈরী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজুল ইসলাম বুদো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের আয়োজনে মাঠ দিবস

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তর কতৃক আয়োজিত ২০২৩/২৪ অর্থবছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস অনুষ্টিত।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার সময় হারদী কুয়াতলা মহাম্মদপুর গ্রামে মাঠদিবস অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা খামার বাড়ীর তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আরশেদ আলী।

প্রধান অতিথি বলেন আমরা পরিক্ষা মুলক ভাবে তেলজাত দ্রব্য বিশেষ করে শরিষার তেল উৎপাদনে সফল হয়েছি। আপনারা সয়াবিন তেলের পরিবর্তে শরিষার তেল দিয়ে রান্না করেন, এতে খাটি তেল যেমন পাবেন, তেমন ভেজাল তেল খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন, সোয়াবিন তেল উৎপাদন করতে ৩ কেজি প্রকৃত সোয়াবিন লাগে, প্রতিকেজি সোয়াবিনের দান ১ শত টাকা তাহলে এক কেজি সোযাবিন তেল করতে খরচ হয় ৩ শত টাকা। দেশে কি কোন পাগল আছে যে ৩ শত টাকা খরচ করে ১২৫ টাকা কেজি তেল বিক্রয় করবে, তাহলে ঐ তেলে অবশ্যই ভেজাল তেল মেশান হচ্ছে,তাই আসুন ভেজাল না খেযে খাটি শরিষার তেল খাই, আমরা সারা দেশে কয়েকটি এলাকা শরিষা চাষের আওতায় এনেছি তার মধ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা একটি, তাই আমি মনে করি আপনারা বিশেষ করে এই অঞ্চলের চাষি ভাইয়েরা ভাগ্যবান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ,যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ হীরক কুমার সরকার, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক কাইছার ইকবাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম। উপ-সহকারি কৃষি অফিসার আরিফুল ইসলামের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন।

এ ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপসহকারী কৃষি অফিসার

আবদুস সামাদ, বক্তব্য রাখেন উপ সহকারী কৃষি অফিসার এ বি এম মমিন অর রশিদ, আব্দুস সামাদ মন্টু, অঞ্জিরা খাতুন, মুরতুজা জামান, কৃষক হুমায়ুন কবির, উপ-সহকারি কৃষি কর্অমকর্তা, খাদেমুল বাসার, আমজাদ হোসেন, নজরুল ইসলাম, সেলিনুর রহমান, কৃষক হুমাযন প্রমুখ। সভা শেষে অটোমেটিক সরিষা ভাঙ্গানো মেশিন দিয়ে তেল তৈরি করার পদ্ধতি শেখানো হয়।

দামুড়হুদায় মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়জনে উপজেলার জয়রামপুর মাঠ পাড়ায় মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাহাজ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, যশোর অঞ্চলের মনিটরিং অফিসার হীরক সরকার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে হীরক সরকার তেল ফসলের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বারি সরিষা-১৪ জাতের ফসলটি যদি আপনারা আমন ধান কাটার পরে জমিটা পতিত না রেখে সে সময় বারি সরিষা-১৪ জাতের ফসল উৎপাদন করে আবার সেই জমিতে বোরোধান চাষ করা যাই। তাহলে দেশে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জমিও পরে থাকবেনা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক কায়সার ইকবাল, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, মুকুল হোসেন, চাঁদনী খাতুন সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত কৃষক কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা

করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জালাল উদ্দীন।

আলমডাঙ্গার হারদি হাসপাতালে ঔষুধ কোম্পানির দৌরাত্ম্যে রোগীদের দুর্ভোগ চরমে

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের দৌরাত্ম্য দিন দিনই বেড়েই চলেছে। তাদের দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রোগীরা।

চিকিৎসকের কক্ষের দরজা ও বহিঃ বিভাগের সামনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঔষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অবাধ বিচরণ দেখা যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মানছেনা কেউ? রোগীরা বের হলেই জোরপূর্বক ব্যবস্থাপত্র নিয়ে করা হচ্ছে টানাহেচড়া এতে রোগীরা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিক্রয় প্রতিনিধি জানান, প্রেসক্রিপশন ঔষুধ লিখার জন্য প্রতিমাসেই কলম, পেড, চাবির রিং থেকে শুরু করে টিভি-ফ্রিজসহ মোটা অংকের উপহার দিয়ে দিতে হয় ডাক্তারদের। তার বিনিময়ে প্রতিটি প্রেসক্রিপশনেই আমাদের ঔষধ লিখতে হবে। এছাড়াও এসব ব্যবস্থাপত্রের একটি কপি মেইল করে হেড অফিসেও পাঠাতে হচ্ছে।

নাসিমা আক্তার সুরভী নামের এক রোগী বলেন, তীব্র গরমে আমি বেশি অসুস্থ্য হওয়ার পর বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় তলায় মেডিকেল অফিসার কক্ষে আসি। সেখানে দেখি ওই চিকিৎসকের সঙ্গে কেউ বসে কেউ দাড়িয়ে খোশগল্পে মেতে রয়েছেন বিভিন্ন ঔষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা। ডাক্তার কোন কোম্পানির ঔষুধ রোগীর ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন তা নিয়েও শুরু হয় তাদের মধ্যে তর্কবির্তক। দীর্ঘক্ষন দাঁড়িয়ে থাকার পর বাধ্য হয়ে কক্ষে ঢুকে চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেই।

সরেজমিনে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গেলে দেখা যায়, হাসপাতালের বহিঃ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় কৃষিতে ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কা, মরছে চাষের মাছ

আলমডাঙ্গার রায়সা গ্রামের আমজেদ আলীর পাঁচটি পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে দুটি তীব্র গরম আর অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে গেছে। তিনটির পানি শুকিয়ে নেমেছে তলানিতে। গরমে মাছ রক্ষায় বৈদ্যুতিক মোটরের মাধ্যমে পানি দিচ্ছেন। কিছু মাছ বিক্রিও করেছেন। আইলহাঁস গ্রামের তুষার আলী সাড়ে চার বিঘা জমির ঘেরে মাছ ছেড়েছেন। তবে গরমে পানিতে অক্সিজেন কমে পাওয়ায় মাছ মরে ভেবে উঠছে। এতে তাঁর বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে।

কয়েকদিন ধরে চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র থেকে অতি তীব্র তাপদাহ। প্রতিদিনই তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রির ঘর অতিক্রম করছে। এ অবস্থায় পুকুরের মাছ ও মাঠের ফসল নিয়ে বিপদে রয়েছেন কৃষক। আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ আর অনাবৃষ্টিতে ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কা বাড়ছে। খালবিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও নামছে। এতে ক্ষেতে পানিশূন্যতা দেখা দিয়েছে।

তালতলা এলাকার কৃষক ছায়েম মিয়া বলছিলেন, তাঁর পানের বরজে পাতা পুড়ে যাচ্ছে। যে পরিমাণ তাপ, তাতে ফসলের মাঠে কাজ করাও দুষ্কর হয়ে গেছে। ধানে প্রতিদিন সেচ দিতে হচ্ছে। তেল ও সারের যে দাম, বৃষ্টি না হওয়ায় খুব বিপদে আছেন। কৃষকরা বলছেন, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় ডিজেলচালিত শ্যালো মেশিন ও বৈদ্যুতিক মোটরে প্রয়োজনীয় পানি উঠছে না। এ অবস্থায় পুকুরে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েছেন মাছচাষিরাও। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখির ভাষ্য, উত্তাপ থেকে মাছ বাঁচাতে পুকুরে চুন মিশিয়ে দেওয়া ও সেচযন্ত্র দিয়ে পানি দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। মৎস্য বিভাগ থেকে জানা গেছে, উপজেলায় ৩ হাজার ৪৬৭টি পুকুর রয়েছে। এ অঞ্চলে মাছের চাহিদা ৭ হাজার ৫৬০ টন। তবে প্রতিবছর ৭ হাজার ৯৭২ টন গলদা, বাগদা ও কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন হচ্ছে। চাহিদার চেয়ে এলাকায় বেশি উৎপাদন হওয়া মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মাছ চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩২ ডিগ্রি আদর্শ

তাপমাত্রা। পুকুরের পানির স্তর পাঁচ ফটের ওপরে থাকলে মাছের ক্ষতির শঙ্কা কম। বৃষ্টি না হওয়ায় পানির স্তর নামছে। এতে দেখা দিয়েছে অক্সিজেনের সংকট। ফলে হাঁসফাঁস করছে মাছ।

এলাকার ফসলের মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, তীব্র গরমে প্রায় সব ধরনের ফসলে একই ধরনের অবস্থা। কলাগাছ মরে যাচ্ছে। কলার ছড়ি পড়ে যাচ্ছে। আম ও লিচুর গুটি ঝরে পড়ছে। ফলে আম, লিচু ও কলার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিয়েও কৃষক দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সদর উপজেলার কুলচারা গ্রামের কৃষক আলী হোসেন সাড়ে তিন বিঘা জমিতে দেশি জাতের কচুর আবাদ করেছেন। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ায় কচুর পাতা কুঁকড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস থেকে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৩৪ শতাংশ। আর বেলা ৩টায় ছিল ৩৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ২৮ শতাংশ।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা বলেন, তাপপ্রবাহে কিছু কিছু ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। এ ক্ষতি কাটাতে কৃষকদের বলা হচ্ছে, ফসলে বেশি পানি দিতে।